দৈনিক ইনকিলাব

16

তারিখ ... JUN 19 1999
পৃষ্ঠা 2 কলাম 9

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের অনীহার কারণে

পিটিআই ধর্মীয় শিক্ষকদের চাকরি ঝুলছে দীর্ঘ ১৪ বছর যাবত

এম, আবদুল্লাহ ॥ দীর্ঘ ১৪ বছর যাবত ফাইল চালাচালি চলছে। সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত হয়ে গেজেটের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে তিন বছর আগে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি। ভাগ্য বিড়ম্বিত পিটিআই ধর্মীয় শিক্ষকরা এই দীর্ঘ সময় চাকরি নিয়মিত করার জন্য ঘুরছেন এ অফিস থেকে ওই অফিসে। ইতোমধ্যে অনেকের চাকরির বয়সও শেষ হয়ে গেছে। যারা এখনো চাকরি নিয়মিত করার আশায় ফাইল ঠেলে যাচ্ছেন তারাও এখন ক্লান্ত। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, পিটিআই ধর্মীয় শিক্ষকদের নিয়মিতকরণের বিষয়টি নিয়ে ফাইল চালাচালি শুরু হয় ১৯৮৫ সাল থেকে। ইসলামিয়াত শিক্ষা প্রাথমিক স্তরে বাধ্যতামূলক হওয়ায় পিটিআই সিলেবাসেও বিষয়টি বাধ্যতামূলক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। ১৯৫২ সালে পিটিআই প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ইসলামিয়াত পাঠদানের জন্য মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষক খণ্ডকালীন৯-এর পাতায় দেখুন

পিটিআই ধর্মীয় শিক্ষকদের চাকরি ঝুলছে দীর্ঘ ১৪ বছর যাবৎ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভাবে নিয়োগ করা হয়। ১৯৮৪ সালে বহুল আলোচিত এনাম কমিটির রিপোর্টের আলোকে পিটিআই-এর জন্য সকল ইন্সট্রাক্টর পদ স্থায়ীভাবে সৃষ্টি করা হলেও বৈষম্যের শিকার হয় ইসলামিয়াতের ইন্সট্রাক্টররা। এতে ক্ষুব্ধ খন্ডকালীন ইন্সট্রাক্টরগণ তাদেরকে স্বপদে আত্তীকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কছে আবেদন-নিবেদন করতে থাকেন। বিষয়টি শিক্ষা বিভাগ, সংস্থাপন বিভাগসহ বিভিন্ন টেবিল ঘুরে ১৯৮৯ সনের ৪ জুন সরকাবী কর্মকমিশনের অনুমোদন লাভ করে। পরের বছর ১৯৯০ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্টের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ইসলামিয়াত ইন্সট্রাক্টরের নিয়মিত পদ সৃষ্টি হয়। ১৯৯১ সনে এসে ইন্সট্রাক্টর (ইসলামিয়াত)-এর নিয়োগবিধি প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নং ১৯১১, তাং ৫-৫-৯১-এর মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। এই নিয়োগবিধি আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কাটিয়ে চূড়ান্ত হয়ে গেজেটের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালের ১৩ মে। গেজেট নিয়োগবিধির আলোকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ (মন্ত্রণালয়) হতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়। এরপর দীর্ঘ তিন বছর অতিবাহিত হলেও তা আজও বাস্তবায়িত হয়নি।

সর্বশেষ পরিস্থিতি হচ্ছে– গত ১৪ মার্চ '৯৯ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের যুগ্ম-সচিব এম গোলাম মর্তুজার সভাপতিত্বে এ বিষয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বলা হয়, গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পদগুলো সৃষ্টি এবং খন্ডকালীন ইন্সট্রাক্টরদের (ইসলামিয়াত) মধ্য থেকে একশ'ভাগ পদ পূরণের সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ভিন্ন মত পোষণের কারণে এতদিন পদগুলো পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, গেজেটের নির্দেশনা অনুযায়ী পিটিআইতে কর্মরত খন্ডকালীন ইন্সট্রাক্টর (ইসলামিয়াত) পদধারীর মধ্য হতে পদগুলো অবিলম্বে পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরও ইতোমধ্যে তিন মাস অতিবাহিত হয়েছে– অথচ তা কার্যকর হয়নি। ভুক্তভোগী ধর্মীয় শিক্ষকদের প্রশ্ন– জীবদ্দশায় চাকরি নিয়মিত দেখে যেতে পারবো তো?